সপ্তর্ষি চিত্রমণ্ডলীর

যার যেথা ঘর

পরিচালনা • শ্রীছবি বিশ্বাস

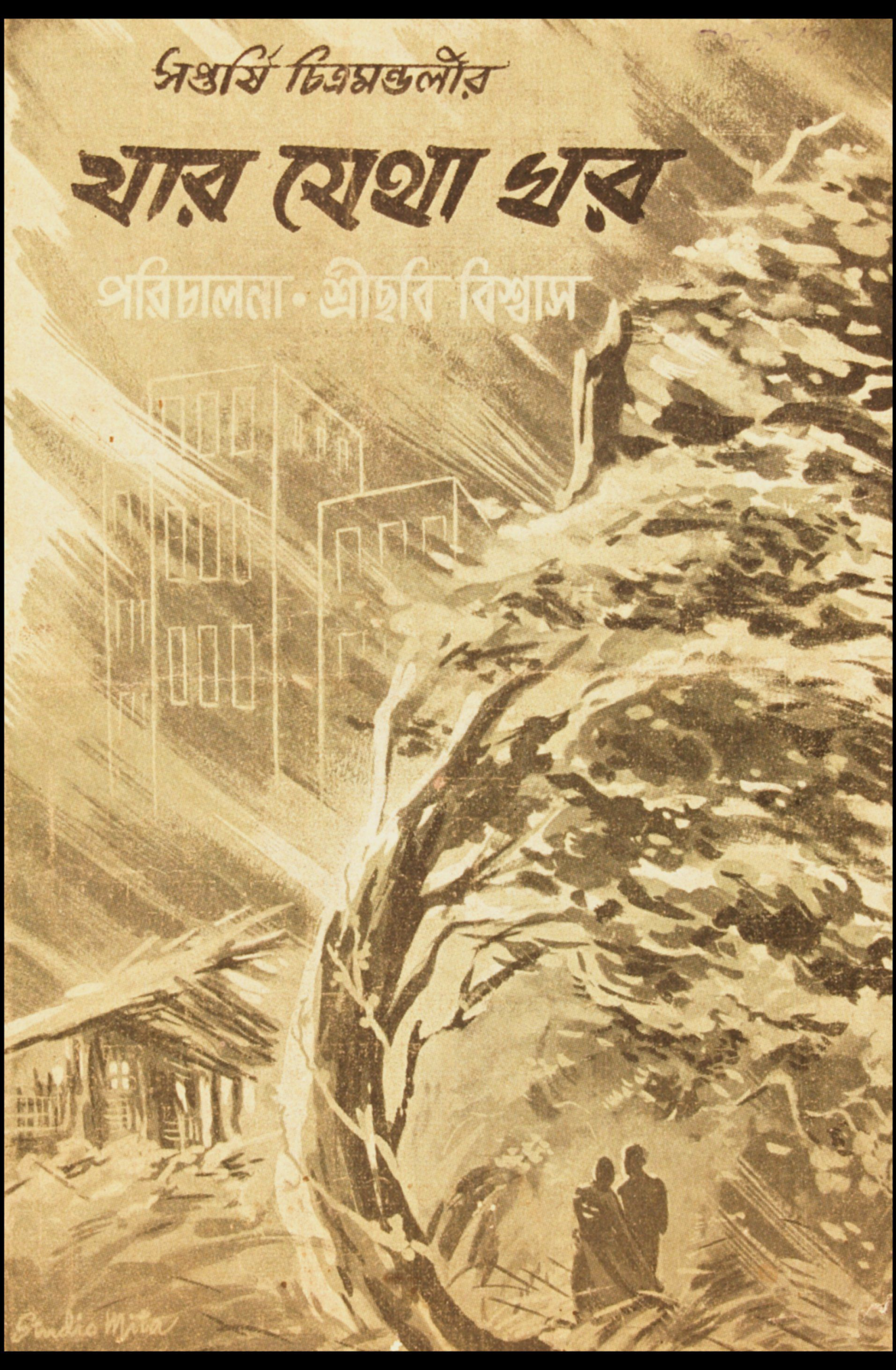

চিত্র-চক্র লিমিটেডের প্রযোজনায়

সপ্তর্ষি চিত্রমণ্ডলী লিমিটেডের

প্রথম নিবেদন

শ্রীছবি বিশ্বাস কর্ত্তৃক পরিচালিত

যার যেথা ঘর

কাহিনী ও সংলাপ—নিতাই ভট্টাচার্য্য
সঙ্গীত পরিচালক—প্রতাপ মুখোপাধ্যায়
গীতিকার—মোহিনী চৌধুরী
চিত্রশিল্পী—নিমাই ঘোষ, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল গুপ্ত
প্রধান যন্ত্র শিল্পী ও শব্দ যন্ত্রী—গৌর দাস
রসায়নাধ্যক্ষ—ধীরেন দাশগুপ্ত
সম্পাদনা ও টেকনিক্যাল উপদেষ্টা—রাজেন চৌধুরী
শিল্প নির্দ্দেশক—বিজয় বোস
আলোক নিয়ন্ত্রনে—প্রমোদ সরকার
ব্যবস্থাপনা—গোরা গুপ্ত

প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ—**অচিন্ত্যকুমার**

—সহকারিগণ—

পরিচালনা—তারাপদ বন্দোপাধ্যায়, রমা চক্রবর্ত্তী, গুরুদাস বাগচী
চিত্র শিল্পে—বিশ্বনাথ গাঙ্গুলী, অনিলকুমার ঘোষ, নবেন্দু পাল
শব্দযন্ত্রে—সিদ্ধি নাগ
সঙ্গীত পরিচালনা—বিমল রায় চৌধুরী ও প্রভাস মৈত্র
পরিস্ফুটনে—শম্ভু সাহা, সামান্য রায়, ননী চ্যাটার্জ্জী ও অমূল্য দাস

যন্ত্র সঙ্গীতে—**ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা**

ব্যবস্থাপনায়—পুলিন চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনা—অমিয় মুখোপাধ্যায়, অমলেশ সিকদার
রূপসজ্জায়—রামু ও রাধিকা
আলোক সম্পাতে—অমিয় ঘোষ, হেমন্ত দাস, অনিল সরকার, কেষ্ট বোস, অরবিন্দ ঘোষ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিমিটেড এ

আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কাহিনী

দমদম এরোড্রোম। বহুদূরাগত একখানি প্লেন এসে থামলো। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে বেরিয়ে এলো তন্বী তরুণী লিলি। ব্রজেনবাবু ছিলেন বাইরে দাঁড়িয়ে, লিলিকে নিয়ে যেতে এসেছেন। লিলির সঙ্গে নামলেন মিষ্টার চক্রবর্ত্তী। লিলি পরিচয় করিয়ে দেয়, ইনি মিষ্টার ব্রজেন মিত্র, আমার সলিসিটর আর ইনি মিষ্টার চক্রবর্ত্তী বার-এট্-ল', আমার বন্ধু এবং একই প্লেনে এসেছেন।

লিলির মেশোমশাই ডক্টর সদাশিব মুখার্জ্জী কৃতি বিজ্ঞানী, থাকেন বালিগঞ্জে একডেলিয়া প্লেসে। এরোড্রোম থেকে লিলি সেখানেই উঠলো। মাসীমা শৈলবালাকে বলে লিলি, আজ ইউরোপ, কাল আমেরিকা এমনি ক'রে ছ'বছর কাটলো। তারপর তিনমাস আগে ছোট্ ঠাকুরদা মারা গেলেন আমেরিকার এক হাসপাতালে। আমিও পোঁটলাপুঁটলি গুছিয়ে একেবারে দেশ বলে ধাওয়া করলাম।

> এই সভ্যতা কতকগুলো অবৈজ্ঞানিক গোঁজামিলের উপর গড়ে উঠেছে আর সেই গোঁজামিলগুলোর নাম হোলো সংস্কার।

'জনমত' কাগজের সম্পাদক সুপ্রিয় গাঙ্গুলী রচনা ও রসনাশক্তিতে নব্যসমাজের অতি প্রিয় এবং পরিচিত। মাসীমার কাছে সুপ্রিয় গাঙ্গুলীর কথা শুনলো লিলি। লিলির বিশ্রামভঙ্গ ক'রে ঘরে ঢুকলো ইলা, শৈলবালার মেয়ে। সুপ্রিয়র বক্তৃতাশেষে সুপ্রিয়কে সঙ্গে নিয়েই তারা ফিরেছে। সুপ্রিয়র কিন্তু অপেক্ষা করার সময় নেই। লিলির সঙ্গে 'সুপ্রিয়দা'র পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগ পেলে না বলে ইলা মনে মনে ক্ষুণ্ণ হয়।

অফিসে ফিরেই প্রধান সম্পাদক পরেশবাবুর কাছে সুপ্রিয় শোনে তাদের নতুন ডিরেক্টর মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী বিশেষ চটেছেন, সরবরাহ মন্ত্রীর কাপড় বিলির ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা ক'রে সেদিনের 'জনমত' কাগজে যে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বেরিয়েছে তাতে তাঁর গাত্রদাহ হয়েছে। আরও একটি খবর তাকে বিস্মিত করে—শ্রীমতী

লিলি ব্যানার্জ্জী ব'লে একটি তরুণীও নাকি 'জনমতে'র আর একজন মালিক। পরেশবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু 'জনমত' এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুখময়বাবুর নাতনী এই লিলি। ফোনে পরেশবাবু লিলিকে আমন্ত্রণ জানান, 'জনমত' এর অর্দ্ধেকের মালিক হচ্ছ তুমি, একবার এসে দেখে যাওয়া দরকার।

লিলি শোনে সুপ্রিয় মেয়েদের নাম শুনলেই চমকে ওঠে, মেয়েদের সে এড়িয়ে চলে। ঝোঁকের মাথায় ইলার সঙ্গে সে বাজী রাখে একমাসের মধ্যেই সে সুপ্রিয়কে বাধ্য করবে তাকে গভীর ভালোবাসা জানিয়ে চিঠি লিখতে। পাঁচ বছর আগের কথা মনে পড়ে লিলির। তারা তখন তারই পিসীমার বাড়ীতে, বাবার অবস্থা স্বচ্ছল নয়। পিসীমার অনুরোধে একটি ছেলে বিনা পণে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়। গায়ে হলুদ পর্য্যন্ত হয়েছিলো, এমন সময় খবর আসে, লিলির ছোটঠাকুর্দা তাঁর দশলাখ টাকার সম্পত্তি লিলিকে দিয়ে গেছেন। পিসীমা আগে বলেছিলেন, অমন রাজপুত্রের মত ছেলের সঙ্গে বিয়ে হওয়া লিলির বরাত। কিন্তু টাকা পাওয়ার সংবাদে তিনিই বললেন, অমন রাজকন্যার মত মেয়ের সে উপযুক্ত পাত্র নয়। কাজেই বিয়ে ভেঙ্গে গেলো। পাত্রও তাতে একমত হয়। পাত্রটি আর কেউ নয় সুপ্রিয়, লিলি চিনতে পারে কিন্তু কিছুই প্রকাশ করতে পারেনা। সুপ্রিয়র ভাবও তাই, লিলিকে চিনতে পেরেছে কিন্তু চিনতে চায়না।

> দিনকতক বিবাহিত জীবন যাপন করবার পর কৌতূহল তৃপ্তি হবার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসা হারায় তার উন্মাদনা আর অভিনবত্ব।

'জনমত' কাগজের ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং বসেছে। অন্যতম ডিরেক্টর মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী বলেন, কাগজের policy নরম করতে হবে। মিছিমিছি সরকারের পিছনে খোঁচা দিয়ে লাভ নেই। পরেশবাবু তীব্র প্রতিবাদ জানান। সুপ্রিয়কে হয় লেখার সুর বদলাতে হবে, নয় তাকে চাকরী ছাড়তে হবে। কিন্তু সুপ্রিয়র তেজোদীপ্ত যুক্তির কাছে শেষ পর্য্যন্ত হার মানেন মিষ্টার চ্যাটার্জ্জী। মিটিংয়ের শেষের দিকে লিলিও এসেছিল। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হয়, কাগজের সুর বদলাবে না। সেদিন ফেরার পথে ইলার সঙ্গে তার বাজী রাখার কথা বলে লিলি সুপ্রিয়কে।

সুপ্রিয় বিস্মিত হয়। নিতান্ত অনিচ্ছাকৃতভাবেই আঘাত ক'রে বসে লিলিকে। লিলিকে রহস্যের চেয়ে বেশী আর কিছু ব'লে ভাবতে পারেনা সুপ্রিয়।

মিষ্টার চক্রবর্ত্তী এদিকে লিলির সঙ্গে একান্তভাবে অন্তরঙ্গ হ'য়ে ওঠার চেষ্টা করেন। লিলি হার মানে সুপ্রিয়র কাছে। লিলির ছোট ঠাকুর্দা তাঁর উইলে একটি সর্ত্ত করে গেছেন—চব্বিশ বছর পূর্ণ হবার আগে লিলিকে তার ভবিষ্যৎ স্বামীর সঙ্গে বাগদত্তা হতে হবে। ছ'মাস বাগদত্তা থাকার পর সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট অনুসারে তাদের বিয়ে হবে। উইলের সর্ত্তানুযায়ী বিবাহ ঠিক হয় লিলি ও সুপ্রিয়র। মিষ্টার চক্রবর্ত্তী হতাশ হ'য়ে পড়লেন। সুপ্রিয় এ ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানতো না। লিলির কাছে সে প্রতিবাদ করে, গরীব ব'লে কি আমাদের সুখদুঃখের প্রতি একটুও দরদ নেই। হৃদয়হীন অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত নয় সুপ্রিয়। লিলির আত্মপ্রবঞ্চনা যেন নিজের কাছেও ধরা পড়েনা। সমস্ত কিছুর মধ্যেই সে কি রহস্যকেই ফুটিয়ে তুলতে চায়?

> বিবাহ যখন বন্ধন তখন তার থেকে একটা মুক্তির উপায় প্রত্যেক ভাল সমাজে থাকা দরকার।

কিন্তু সত্যই কি এ ছলনা, সত্যই কি শুধু খেলা সব কিছু? ছ'মাস পূর্ণ হতে সাতদিন বাকী। লিলি আপত্তি জানিয়ে বিবাহ ভেঙ্গে দিচ্ছে। সুপ্রিয় অনেক আগেই জানিয়েছে আপত্তি। ইলা বলে, তখনই বলেছিলাম, মানুষের মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা কখনই ভালো হয়না। লিলি প্রতিবাদ করে, তাতে কোনো দুঃখই আমার নেই। যে স্বেচ্ছায় ধরা দেয়না, তাকে তো জোর ক'রে ধরা যায়না।

সুপ্রিয় যাচ্ছে সিমলায়—'সিমলা কনফারেন্সে'র রিপোর্টার হ'য়ে। লিলিও সুপ্রিয়র এনগেজমেণ্ট ভেঙ্গে গেছে শুনে চক্রবর্ত্তী প্রবল উৎসাহে লিলির সঙ্গে পুরাতন অন্তরঙ্গতার সূত্রটি কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেন। তিনি বিনা ভূমিকাতেই বলেন, আমার মনে হয় এ ভালোই হয়েছে। ও বিবাহে আপনি সুখী হতে পারতেন না। আমারও তাই মনে হয়, সায় দেয় লিলি।

একি লিলির অন্তরের কথা? এই ছলনা, এই রহস্যের পরিণতি কি? কে হারবে—সুপ্রিয় না লিলি, বিজ্ঞান না সংস্কার ???

সঙ্গীতাংশ

'ঝিলিমির গান'

দিনের আলো চিনতে কি আর
দীপের আলো জ্বালতে হয়?
যার ধ্যানে মোর দিন ব'য়ে যায়
নয় অচেনা—নয় সে নয়।
ডাকব কাছে হাত ইসারায়
তাই বুঝি—সে দূরে দাঁড়ায়,
ফুল যদি রয় পাতায় ঢাকা
গন্ধ কি আর পোপন রয়॥
সূর্য্য ওঠে আকাশ পরে,
ধূলায় ফোটে সূর্য্যমুখী,
পাওয়ার আশা থাক—বা না থাক
তার পানে সে চেয়েই সুখী।
(আমি) দূর থেকে হায় তেমনি কোরে
চাইবো না হয় জীবন ভ'রে,
(জানি) জয়ের দাবী ছাড়বো যেদিন
সে দিন তারে ক'রব জয়॥

যারা গরীব বড় লোকের মত বেশী ঘটনা তাদের জীবনে ঘটেনা। যদি বা একটা আধটা ঘটে তা তারা সহজে ভুলতে পারেনা।

'বাসন্তীর গান'

বেশ বেশ আজ থেকে আড়ি গো আড়ি
আড়ি, আড়ি গো আড়ি
কথা না বলে দেখি পারি না পারি
পারি, পারি না পারি
সময়ের দাম কতো জানিনা অতো শতো
চটপট চলে যেতে দায়ত ভারী, দায়তো ভারী
কথা না বলে দেখি পারি না পারি, পারি
পারি না পারি।

দিন যায় যার ধ্যানে জানি না নাকি
আমি জানি না নাকি
মুখে যা বল নাগো বলে তা আঁখি
বলে, বলে তা আঁখি,
কেন, কেন আর ছল করা—দেখি চোখ জলে ভরা
যারে মন চায় তারে রবে কি ছাড়ি
হায় রবে কি ছাড়ি
আড়ি—আড়ি—আড়ি।

'ঝিলিমির গান'

হার মেনেছি
তার কাছে আজ হার মেনেছি গো
হার মেনেছি গো
তাই ভুলতে ব্যথা দুচোখ ভরে জল এনেছি গো
জল এনেছি
তার কাছে আজ হার মেনেছি গো।
চাই ফুল দিতে তার পায়
মোরে চায়না সেত হার—হায়—হায়
যে চায়না মোরে ধরা দিতে
তায় কি ধরা যায়
(হায়) তায় কি ধরা যায়
তুল করে হায় ব্যথার স্মৃতির
আমি ভুল করে হায় ব্যথার স্মৃতির
জের টেনেছি গো—জের টেনেছে
তার কাছে আজ হার মেনেছি গো
হার মেনেছি গো।
ছিল এইত আমার মন
আমি আপন মনের গোপন রঙে
রাঙাব তার মন—
রাঙাব তার মন
আজ নাই সে আশা নাই
মনে পেলামনা তার ঠাঁই
কেন কাঙালিনীর মতন তবু
মালাটা তার চায়
হায় মালাটা তার চায়
সব পূজা মোর করবে বিফল
সে যে সব পূজা মোর করবে বিফল
এই জেনেছি গো—এই জেনেছি
তার কাছে আজ হার মেনেছি গো
হার মেনেছি.....।

'বাসন্তীর গান'

যে পথে চলে গো
যে কথা বলে গো
সবি যে ভরাতার ছলনায়—ছলনায়
হয়তো কাছে এসে
ধরা সে দেবে শেষে
তাই কি হেসে দূরে চলে যায়, চলে যায়
সবি যে ভরা তার ছলনায়—ছলনায়
যে পথে চলে প্রেম, চলে প্রেম
সে পথ বড় বাঁকা—বড় বাঁকা
আধেক আলো তার—
আধেক ছায়া ঢাকা।
কখনও ভাল লাগে কখনও ব্যথা জাগে
দুলি যে ক্ষণে ক্ষণে দুরাশায়—দুরাশায়
সবে যে ভরা তার ছলনায় ছলনায়
মনে যে দিল দোলা
তারে কি যায় ভোলা
যায় ভোলা
মিছে এ লুকোচুরি দুজনায়—দুজনায়
সবে যে ভরা তার ছলনায়—ছলনায়।

রূপায়নে

মীরা সরকার * সরযূ বালা * রেনুকা রায় * কুমারী কেতকী *
পাহাড়ী সান্যাল * মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য * সন্তোষ সিংহ *
জীবেন বোস * শ্যাম লাহা * সমর মিত্র * তারা
হালদার * দেবী চক্রবর্ত্তী * কৃষ্ণ কিশোর *
পান্নালাল চক্রবর্ত্তী * ছবি বিশ্বাস।

★

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য : **ছবি বিশ্বাস**

●

একমাত্র পরিবেশক : **কিনেমা এক্সচেঞ্জ লিঃ**

★

সপ্তর্ষি চিত্রমণ্ডলী লিমিটেডের
দ্বিতীয় অবদান

যে পথে আসিবে

কাহিনী—অপ্রতিদ্বন্দ্বী কথাশিল্পী : **শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য্য**

প্রযোজনা ও পরিচালনা—শ্রেষ্ঠরূপদক্ষ অভিনেতা ও কলাকুশলী

শ্রীছবি বিশ্বাস

কিনেমা এক্সচেঞ্জ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ,
১এ, ঠাকুর ক্যাশেল ষ্ট্রীট হইতে মুদ্রিত।

মূল্য—দুই আনা